যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে টমাসের স্ত্রী এরিকা টমাসের বিদায়ী সাক্ষাৎকার

"চারুশিল্প মানুষ হিসেবে আমাকে মহিমান্বিত করেছে," বললেন এরিকা স্মীথ টমাস। কেবল সঙ্গীতই নয়, শিল্পের সব শাখার ক্ষমতা সম্পর্কেই প্রবল অনুরাগ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে. টমাসের স্ত্রী এরিকার।

"বিধাতা আমাদের পাঠিয়েছেন এমন কিছু প্রতিভা বা গুণ দিয়ে, যা আমাদের সদভিপ্রায়ে কাজে লাগাতে হবে। এই প্রতিভা সবার সমান নয়, সবাইকে তিনি আইনস্টাইন বা মাইকেঞ্জেলো করে পাঠান নি। কিন্তু আমাদের সবারই কিছু না কিছু প্রতিভা আছে। আমার আছে গান। যখন আমি গান গাই, তখন আমার মনে হয় আমি অন্যদের জন্য কিছু করছি। আমার অনেক অর্থ নেই, বড় কোন ডিগ্রি নেই। কিন্তু আমার কণ্ঠে আছে সুর," বললেন এরিকা টমাস। সঙ্গীতের ক্ষমতা সম্পর্কে গভীর আস্থাশীল এরিকা স্মীথ টমাস ১৮ই আগস্ট শেরাটস উইন্টার গার্ডেনে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। অনুষ্ঠানে সংগ্রহীত অর্থ দেয়া হবে আর্থ আইডেন্টিটি নামের একটি এনজিওকে। এই সংস্থাটি সারা দেশে আর্সেনিকে দুষণ রোধে কাজ করছে।

শিল্পী হিসেবে মিজ স্মীথ-টমাস এরিকা ওভেট নামে পরিচিত। তিনি একজন আদর্শবাদী মানুষ, তবে বাস্তবও তার নজরের বাইরে নয়। তিনি সুর সাধনায় নিবেদিত এবং এই সংগে সঙ্গীতের ব্যবসায়িক দিক সম্পর্কে সচেতন। তিনি শীঘ্রই তার স্বামীর সংগে যোগ দেয়ার জন্য ঢাকা ত্যাগ করবেন। তার স্বামী রাষ্ট্রদুত টমাস সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতবে নির্বাহী সচিব হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের কোন জিনিসটি তিনি সবচেয়ে বেশি অনুভব করবেন? "অবশ্যই বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের বন্ধুদের এবং বিশ্ব মানের শিল্পকলা এবং নারী শিল্পীদের বিস্ময়কর শিল্পকর্ম।"

গত বিশ বছর ধরে বিশ্বময় ঘুরে বেড়ানোর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "বৈচিত্র্য সহজেই চোখে পড়ে আমার। আমি এই বৈচিত্র্য উপভোগ করি। আমার চোখে এই বৈচিত্র্য সুন্দর। এই সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে খাদ্যে, মানুষের বাচনভঙ্গীতে, চলাফেরায় এবং নিসর্গের মধ্যে।" বিশ্বময় ভ্রমণ তার সুর সাধনায় প্রভাব ফেলেছে। যেমন তার ক্লাসিক "আই হুইসিল এ হ্যাপি টিউন" গানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ল্যাটিন তাল। এই গানটি স্থান পেয়েছে "সাম এনচ্যান্টিং ইভনিং" শিরোনামের সিডিতে। তবে তার গানে সর্বদাই প্রাধান্য পায় আমাদের মধ্যে অভিন্ন যে অনুভূতিগুলো আছে,

তাই। "আমরা সবাই চাই ভালবাসা ও উপলব্ধিবোধ। আমরা সবাই সৃজনশীল হতে চাই। বিধাতা, তা সে গড, সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ বা বুদ্ধ, যে নামেই হোক, তার সংগে সংযোগ স্থাপনের আকাঙ্খা আমাদের সবারই আছে।"

তিনি বাংলাদেশের শিল্পকলা এবং বস্ত্রের কারুকাজের ভুয়সী প্রশংসা করেন। এখানকার বয়ন শৈলী ভালোভাবে অনুধাবনের উদ্দেশ্যে কাঁথা শেলাইয়ের কাজ শিখেছেন তিনি। কাঁথা শিল্পের সাথে তিনি জ্যাজের তুলনা করলেন। তার কথায় এই শিল্পশৈলীতে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব এসে মিশেছে, যেমন ঘটেছে জ্যাজ সঙ্গীতে। "একজন পেশাদার গায়িকা হিসেবে আমি জানি একটি সুর সৃষ্টির প্রেরণা আসে অনেক কিছু থেকেই," বললেন তিনি। বাংলাদেশী চিত্রকলা ও নকশীকাঁথার একজন বড় সমঝদার তিনি। অসময়ে চলে যাবার কারণে তিনি এখানকার মহিলা চিত্রশিল্পীদের সংগে কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।

শিল্পকলার ক্ষমতার প্রতি তার অনেক শ্রদ্ধা। তিনি বলেন, শুদ্ধ সঙ্গীত তাকে প্রকৃত অর্থেই আলোড়িত করে। বিপুল সৃজনীশক্তি রয়েছে সঙ্গীতের। সঙ্গীতের প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতাও বিশাল। সঙ্গীতকে বুঝতে হবে এর ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। এর আবেদন সাংস্কৃতিক ভেদাভেদের উর্ধে। তিনি বলেন, "গান দিয়ে আমি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে চাই। সুকুমার আবেগ ও আনন্দ সৃষ্টি করতে চাই সঙ্গীত দিয়ে।"

এরিকা স্মীথ-টমাস সর্বদাই দক্ষিণ এশিয়ার কথা মনে করবেন। তিনি বলেন," বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি খুবই আশাবাদী। আমার এই আশা জাগিয়েছেন চিত্র ও কারুশিল্পীরা। তিনি বলেন, " তাদের সৃজনশীলতা, দুরদৃষ্টি ও কর্মশক্তি চিরদিন চাপা থাকতে পারেনা। এটা প্রকাশিত হবেই এবং বিশ্বকে উন্নততর করে তুলবে।" দেশটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, "বাংলাদেশের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে।"

এরিকা ওভেট ও পল পাইপার ১৮ই আগস্ট শেরাটনে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। জেপিআর ইভেন্টস, বিল্ডিং ৩, রোড ৭২, চতুর্থ তলা, গুলশান (টেলিফোন: ৮৮২৫৬৪৩, ০১৭১৪২১১২৯) বা এনজিও আর্থ আইডেনটিটি প্রজেক্ট, এফ-৬/১, হাউস - ২, রোড ১৭, ব্লক সি, বনানী থেকে টিকেট সংগ্রহ করা যাবে।

=======

জিআর/ ১৭ই আগস্ট, ২০০৫